Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মৃত্যুর প্রস্তুতি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাবেকুন নাহার

রোলঃ 227020164

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মৃত্যুর প্রস্তুতি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাবেকুন নাহার

রোলঃ 227020164

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মৃত্যুর প্রস্তুতি " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাবেকুন নাহার, আইডিঃ 227020164 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মৃত্যুর প্রস্তুতি " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Sabekun Nahar

(স্বাক্ষর)

সাবেকুন নাহার

আইডিঃ 227020164

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 1
মৃত্যু কি 2
মাওত শব্দের অর্থ ও উৎপত্তি 3
মৃত্যু সম্পর্কে পবিত্র কোরআন কী বলে? 3
মৃত্যু সম্পর্কে হাদিস কী বলে? 5
মৃত্যুর প্রস্তুতি কি 7
মুমিনের মৃত্যু প্রস্তুতি 7
ঈমানকে বিশুদ্ধ করা 8
নেক আমল দিয়ে নিজেকে সাজানো 8
ভালো কাজ করা 8
আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকা 9
ক. ইবাদত দিয়েই যেন হয় দিনের শুরু 9
খ. ফজরের নামাজের পর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা 10
গ.প্রতিদিন বিরাট প্রতিদান অর্জন 10
কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করা 11
শরয়ী জ্ঞানার্জন 12
পাপকাজ পরিহার 12
তওবা করতে থাকা 12
বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করা 13
অসিয়ত লিখে রাখা 13
ঈমানের ওপর অটল থাকার দোয়া করা 13
উত্তম মৃত্যুর জন্য দোয়া করা 13
এই কাজগুলো বেশি করা 14

ভূমিকা

বড় বড় আলেম-উলামা চলে গেলেন, আত্মত্মীয়-স্বজন মারা যাচ্ছে, অনেক সঙ্গী- সাথীরাও সঙ্গ ছেড়ে বিদায় নিচ্ছে। আপনাকে-আমাকেও সকলের নিকট থেকে বিদায় নিতে হবে।

জীবনের এমন মুহূর্তও আসে, যখন আর বাঁচতে ইচ্ছা হয় না। জানাযা, দুর্ঘটনা, দুর্যোগ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখেও জীবনের মূল্যহীনতা প্রকাশ পায়।

রক্ত-পিপাসু দুশমনও থাকতে পারে আমার অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে। মরণের পাতা ফাঁদে যে কোন সময় পা ফেঁসে যেতে পারে।

মাখলুক তার খালিকের, বান্দা তার প্রভুর সাথে মিলিত হওয়ার সময়টিই পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ও মধুর সময়। এ মুহূর্ত এ সময় সর্বাধিক মনোহর। এ সময় বান্দা অনুভব করে তার প্রভুর নৈকট্য। প্রভুর একান্ত আলাপনে উপভোগ করে এক ঐশ্বরিক স্বাদ।

জনৈক পুণ্যবান ব্যক্তি বলেন, দুনিয়ার মিসকীন তারাই, যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিল; অথচ দুনিয়ার সবচেয়ে পবিত্র ও মনোমুগ্ধকর বিষয়টির উপভোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, দুনিয়ার সবচেয়ে পবিত্র ও মনোমুগ্ধকর বিষয়টি কি জানো?

তিনি উত্তর দিলেন,(ذكر الله)আল্লাহর স্মরণ

মানুষ এই দুনিয়াতে যত কিছুরই মালিক হোক না কেন। হোক না তার যত বড় পদ-পদবি কিংবা টাকা-পয়সা, জায়গা-জমিনের বিশাল-বিরাট অঙ্ক। বড় বড় ঘর-বাড়ি, প্রাসাদ-অট্টালিকা। তার আনন্দ উপভোগের যত সামগ্রীই থাকুক। যদি সে আল্লাহ থেকে দূরে থাকে, তাহলে সে হতভাগা; সে সর্বদা দুঃখ-দুর্দশা ও চিন্তা-পেরেশানিতে জর্জরিত। সবকিছু থেকেও যেন কিছুই নেই তার।

প্রকৃত ভবিষ্যতের চিন্তায় কখনো কি ভেবে দেখেছেন- আল্লাহর আনুগত্য, পরকালের উজ্জ্বল ভবিষ্যতে কীভাবে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগানো যায়?

* কে সৌভাগ্যবান ও তাওফীকপ্রাপ্ত বান্দা?

সৌভাগ্যবান ও তাওফীকপ্রাপ্ত বান্দা তো তারাই, যারা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগিয়ে পরকালের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করে। পিপড়া যেমন শীতকালের দুর্ভোগ থেকে বাঁচার জন্য গ্রীষ্মকালেই খাবার ও পাথেয় সংগ্রহ করে রাখে। মুমিন বান্দাও ঠিক তেমনি পরকালের কঠিন দুর্ভোগ থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে থাকতেই আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের মাধ্যমে নেক আমল সংগ্রহ করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন-

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا - وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

"বস্তুত তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।"

কখনো কখনো নির্জনে জীবনের কথা বসে ভাবি, পরকালের পাথেয় কি সংগ্রহ করলাম? কবরের ঘর কি সঠিকভাবে বানাতে পেরেছি? মনের আবেগে চোখে পানি আসে। মহান প্রতিপালকের উপর ভরসাই একমাত্র সম্বল।

মরণকে স্মরণ ক'রে বক্তৃতা করি, কিছু লিখেও ফেললাম। যদি এর দ্বারা আপনিও উপকৃত হন। আল্লাহ যেন সেই তওফীক দেন এবং মরণ-পথের পাথেয় সংগ্রহ করার প্রয়াস দান করেন। আমীন।

মৃত্যু কি

ইসলামী পরিভাষায় মৃত্যু হচ্ছে জাগতিক জীবনের সমাপ্তি এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবন তথা আখিরাত এর প্রবেশদ্বার। মৃত্যু হচ্ছে জাগতিক দেহ হতে আত্মার পৃথকীকরন এবং একই সাথে এই আত্মার জাগতিক দুনিয়া হতে আখিরাত এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করা। সুতরাং মৃত্যু হচ্ছে চলমান জীবন প্রক্রিয়ার একটি পরিবর্তনীয় অবস্থা।

মাওত শব্দের অর্থ ও উৎপত্তি

موت তিনটি অক্ষরের একটি শব্দ। মীম, ওয়া, তা-মাওত। বাংলা অর্থ- মরে যাওয়া, ধ্বংস হয়ে যাওয়া, সমাপ্তি ঘটা ইত্যাদি। পরিভাষায় যে বস্তুর মাধ্যমে মানুষের দুনিয়ার জীবনের সমাপ্তি ঘটে কবরের জীবন শুরু হয়, তাকে মাওত বা মৃত্যু বলে।

"ইন্তেকাল" শব্দটি দ্বারা ও মৃত্যুকেই বুঝানো হয়। انتقال শব্দটি এসেছে نقل থেকে। نقل অর্থ স্থানান্তর করা, একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়া, যেহেতু মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষ দুনিয়া থেকে কবরে স্থানান্তর হয় তাই তাকে انتقال বলে।

মৃত্যু সম্পর্কে পবিত্র কোরআন কী বলে?

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ

*নিশ্চয় তোমারও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে। সুরা যুমার:৩০

فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

*অতঃপর নির্ধারিত সময়ে যখন তাদের মৃত্যু এসে যাবে, তখন এক মুহূর্তও বিলম্বিত কিংবা তরান্বিত করতে পারবে না।

সূরা নাহল-৬১

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ
وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ
فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاء أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন

তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবেঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময়

যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন।

সূরা মুনাফিকুন:৯-১১

حَتَّى إِذَا جَاءِ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم

بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ
* যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলে,"পালনকর্তা! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ করুন। যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি।

কখনই নয়, এ তো তার একটি কথার কথা মাত্র। তাদের সামনে পর্দা আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। অতঃপর যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন তাদের পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম, এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতিসাধন করেছে, তারা দোযখেই চিরকাল বসবাস করবে। আগুন তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার ধারন করবে।

সূরা মুমিনুন:৯৯-১০৪

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ

* মুমিনদের জন্য কি এখনো সে সময় আসে নি যে তাদের হৃদয় আল্লাহর স্মরণে বিগলিত হবে? তারা তাদের মত যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল। তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী।
সূরা হাদীদ-১৬

মৃত্যু সম্পর্কে হাদিস কী বলে?

* ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার কাঁধ ধরে বললেন:

"দুনিয়াতে এভাবে কাটাও যেন তুমি একজন মুসাফির বা পথিক।"

ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলতেন,

"তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে সকাল বেলার অপেক্ষা (আশা) করো না এবং সকালে উপনীত হয়ে সন্ধ্যা বেলার অপেক্ষা করো না। সুস্বাস্থ্যের দিনগুলোতে রোগব্যাধির (দিনগুলোর) জন্য প্রস্তুতি নাও এবং জীবদ্দশায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো।"

(বুখারী)

রিয়াদুস সলিহীন: ৫৭৫

* ইবনে মাসঊদ (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত।
তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি বর্গক্ষেত্র আঁকলেন, তার মাঝ বরাবর কয়েকটি সরল রেখা টানলেন যা বর্গক্ষেত্র ভেদ করে বাইরে চলে গেছে। তিনি মধ্যবর্তী এ রেখাটির সাথে যুক্ত আরো কতগুলো ছোট ছোট সরল রেখা (আড়াআড়ি ভাবে) টানলেন, তারপর বলেন:

"এটা হল মানুষ এবং এটা তার মৃত্যু যা তাকে বেষ্টন করে আছে। (বর্গক্ষেত্র ভেদ করে) বাইরে বেরিয়ে যাওয়া রেখাটুকু হচ্ছে তার আশা-আকাঙ্ক্ষা। ছোট ছোট রেখাগুলো হল তার জীবনের বিপদাপদ। একটি বিপদ থেকে ছুটতে পারলে অপর বিপদ এসে তাকে বিচলিত করে।। আবার দ্বিতীয়টি থেকে রেহাই পেলে তৃতীয়টি তাকে নিষ্পেষিত করে।"
(বুখারী)

বিসাদস সলিহীন ৫০৮
* আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন:

"সাতটি জিনিস প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই তোমরা নেক কাজের দিকে সত্বর অগ্রসর হও।

(১) তোমরা কি অপেক্ষা করছো এমন দরিদ্র্যের যা অমনোযোগী (অক্ষম) করে দেয়,

(২) অথবা এমন প্রাচুর্যের যা ধর্মদ্রোহী বানায়,

(৩) অথবা এরূপ রোগ-ব্যাধির যা (দৈহিক সামর্থ্যকে) তছনছ করে দেয়,

(৪) অথবা এমন বৃদ্ধাবস্থার যা জ্ঞান-বুদ্ধিকে লোপ করে দেয়,

(৫) অথবা এমন মৃত্যুর যা অলক্ষ্যেই উপস্থিত হয়,

(৬) কিংবা দাজ্জালের, যা অপেক্ষামাণ নিকৃষ্ট অনুপস্থিত বস্তু,

(৭) অথবা কিয়ামাতের যা অত্যন্ত বিভীষিকাময় ও তিক্ত।"

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এটি হাসান হাদীস।

রিয়াদুস সলিহীন: ৫৭৯

* আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

"তোমরা (দুনিয়ার) স্বাদ-আহলাদ নিঃশেষকারী মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করো।"

ইমাম তিরমিযী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটি হাসান হাদীস।

মৃত্যু যন্ত্রনা সম্পর্কে নবী করিম (সাঃ) এরশাদ করেনঃহযরত হাসান বসরী বর্ননা করেন নবী করীম সাঃ বলেন, মুমিনের মৃত্যু যন্ত্রনা ও কষ্ট ৩০০ বার তলোয়ারের আঘাতের সমান। মৃত্যু সম্পর্কে যার এ বিশ্বাস রয়েছে তার উচিত নেক কাজ করে ও পাপ কাজ পরিত্যগ করে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেয়া। কারন মানুষ জানে না যে মৃত্যু কখন আসবে।

একদিন হযরত উমর রাঃ কা'ব রাঃ কে বললেন- হে কা'ব মৃত্যু সম্পর্কে বলুন। তিনি বললনে যে মৃত্যু হল একটি কাঁটাযুক্ত গাছের ন্যায়। সে গাছটি আদম সন্তানের পেটে প্রবেশ করিয়ে দিলে তার প্রতিটি কাঁটা শিরা উপশিরায় গেঁথে গেল। অতঃপর কোন শক্তিশালী ব্যাক্তি সেটা ধরে টান দিলে তার কিছু অংশ ছিঁড়ে চলে এল আর কিছু অংশ রয়ে গেল।

হে আল্লাহ, মৃত্যুর সময় তুমি আমাদেরকে দয়া করে ঈমান এবং ভালো আমলের সাথে মৃত্যু দান করিও।
আমিন। ইয়া রব্বাল আলামিন।

মৃত্যুর প্রস্তুতি কি

পার্থিব উন্নতির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা সাজানোর পেছনে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা ব্যয় করি। কীভাবে বাড়ি বানাব। কীভাবে গাড়ি কিনব। বিয়ের জন্য পাত্রী বাছাই পর্বেও চলে কত পরিকল্পনা কীভাবে পছন্দের মানুষটিকে পাব জীবনসঙ্গিনীরূপে। কীভাবে ব্যবসায় লাভবান হয়ে আরও ধন-সম্পদ বাড়াব। এভাবে নানান কাজে নানান রকম পরিকল্পনা আমরা করি। নিজে না জানলে শরণাপন্ন হই অন্যের কাছে।

পার্থিব বিষয় নিয়েই সারাক্ষণ চিন্তায় ডুবে থাকে, দুনিয়া নিয়ে মাথা কুটে কুটে মরে- আমাদের চারপাশে এমন লোকের সংখ্যা অসংখ্য-অগণিত। কী করে এক টাকাকে দুই টাকা বানানো যায়? একটা বাড়িতে হয় নাকি? কীভাবে আরেকটা বাড়ি নির্মাণ করা যায়? এককথায় দুনিয়ার প্রতিটি বিষয়ে কীভাবে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করা যায়? এসবই তাদের মাথায় সব সময় ঘুরঘুর করে।

কিন্তু মৃত্যু নিয়ে তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। চিন্তা-ফিকির করার সময়ও নেই। আখিরাতের কামিয়াবি অর্জনের জন্য নেই কোনো পরিকল্পনা। কীভাবে ঈমানের সাথে মৃত্যু বরণ করবো, কীভাবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারব, কীভাবে জান্নাতের এক স্তর থেকে আরও উন্নত স্তরে পৌছতে পারব- এসব চিন্তা তাদের ভাবনার আওতায় পড়ার যোগ্যতা রাখে না। পার্থিব জীবনকে সাজানোর জন্যই আমাদের এত শত পরিকল্পনা।

মুমিনের মৃত্যু প্রস্তুতি

নবীজি (সা.) বলেছেন, ‘তোমরা পাঁচ জিনিসকে পাঁচ জিনিসের আগে গনিমত (সম্পদ) মনে করো-১. যৌবনকে বার্ধক্যের আগে। ২. সুস্থতাকে অসুস্থতার আগে। ৩. সচ্ছলতাকে অভাবের

আগে। ৪. অবসরকে ব্যস্ততার আগে। ৫. জীবনকে মৃত্যুর আগে’ (মুস্তাদরিকে হাকিম : হাদিস ৭৮৪৬)। তাই একজন মুমিন কীভাবে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করবে তা আলোচনা করা হলো।

ঈমানকে বিশুদ্ধ করা

‘যদি কোনো পুরুষ বা নারী ভালো কাজ করে এবং সে ঈমানদার হয়, আমি অবশ্যই তাদেরকে (দুনিয়াতে) পবিত্র জীবন দিয়ে জীবিত রাখবো এবং (আখেরাতে) তাদের ভালো কাজের সর্বোত্তম পুরষ্কার দেব।’ (সুরা সুরা নহল: আয়াত ৯৭)

নেক আমল দিয়ে নিজেকে সাজানো

মুমিন বান্দা যে কাজে নিজের জীবন অতিবাহিত করবে, সে কাজের ওপরই তার মৃত্যু হবে। যদি কেউ কোরআন-সুন্নাহ মোতাবেক জীবন-যাপন করে তবে তার মৃত্যুও কোরআন-সুন্নাহর আলোকে হবে। এ কারণেই দুনিয়ার জীবনে কোরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা অনুযায়ী নেক আমলে জীবন সাজানো জরুরি।

ভালো কাজ করা

মৃত্যুর প্রধান প্রস্তুতি হলো নিজেকে ভালো কাজে নিয়োজিত করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা। নবীজি (সা.) বলেন, ‘তোমরা নেক আমলের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতের অংশসদৃশ ফেতনায় পতিত হওয়ার আগেই।’ (মুসলিম : হাদিস ৩২৮)

আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকা

আল্লাহ তাআলার অধিক ইবাদত মুমিনকে শক্তিশালী করে তোলে। তার মধ্যে দৃঢ়তা সৃষ্টি করে। তাকে সিক্ত করে স্থিরতা ও আত্মিক প্রশান্তির স্রোতধারায়। ইবাদতের মাধ্যমে যদি না হয়, তবে আর কীসের মাধ্যমে হবে মৃত্যুর প্রস্তুতি!

ক. ইবাদত দিয়েই যেন হয় দিনের শুরু

দিনের শুরুটা যেন আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের মাধ্যমে হয়। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে প্রথমে ঘুমের দুআ পড়বে-

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النُّشُور

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দেওয়ার পর আবার জীবিত করেছেন। এবং আমরা তাঁরই নিকট পুনরুত্থিত হবো।"

এরপর ওযু করে সময়মতো মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামাজ আস করবে। এর ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আবু মূসা আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লাম বলেছেন-

مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"যে মুমিন দুই শীতলতার সময়কার নামাজ (ফজর ও আসর) আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"২

উসমান ইবনে আফফান রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন-

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصبحَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ

“যে ব্যক্তি ইশার নামাজ জামাতে আদায় করল, যেন সে অর্ধরাত নামাজে কাটাল। আর যে ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করল, সে যেন পূর্ণ রাত নামাজ পড়ল।""

২. সহীহ বুখারী: ৫৭৪; সহীহ মুসলিম: ৬৩৫

৩. সহীহ মুসলিম: ৬৫৬

খ. ফজরের নামাজের পর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা

এটি অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ একটি সুন্নাত। কিন্তু বর্তমানে বেশিরভাগ মানুষই এই সুন্নাত ছেড়ে দিয়েছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিয়ম ছিল- তিনি ফজরের নামাজের পর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত আপন স্থানে বসে থাকতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ " : تَامَّةٍ، تَامَّةٍ، تَامَّةٍ

"যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করার পর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত বসে থেকে আল্লাহ তাআলার যিকির করে; অতঃপর দুই রাকাত নামাজ আদায় করে; তার জন্য একটি হজ ও উমরার সাওয়াব রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন تَامَّةً، تَامَّةٍ، تَامَّةٍ অর্থাৎ পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ (তাকে হজ্জ ও উমরার পূর্ণ সাওয়াব দেওয়া হবে।)"৬

৬. সুনানে তিরমিযী: ৫৮৬, ৭১০

গ.প্রতিদিন বিরাট প্রতিদান অর্জন

প্রতিদান অর্জনে অন্যদের চেয়ে পিছিয়ে নিজেকে পিছিয়ে না রাখা; বরং এ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া। হাদীসে অনেক যিকিরের উল্লেখ আছে। রয়েছে এগুলোর স্বতন্ত্র প্রতিদান। এ সকল যিকির আদায় করে নিজেকে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা। উত্তম প্রতিদান ও ফলাফলের অধিকারী হওয়া।

কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করা

কুরআন আলোর ফোয়ারা। নূরের ধারা। সত্য-সঠিক পথের দিশারি। এর মাধ্যমে অর্জন হয় আত্মিক ও দৈহিক প্রশান্তি। কুরআন রহমত ও হিদায়াত।প্রত্যেক মুসলিমের উচিত কুরআন তিলাওয়াতের জন্য দৈনিক একটি সময় নির্ধারণ করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ - قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

"হে মানব জাতি, তোমাদের কাছে উপদেশবাণী এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। তোমাদের কাছে এসেছে অন্তরের রোগের নিরাময়, আর মুমিনদের জন্য এটি হিদায়াত ও রহমত। (হে নবী) বলুন, এসব আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমতেই হয়েছে। সুতরাং এতে তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত; এটা পার্থিব সম্পদ হতে বহু গুণে উত্তম, যা তারা সঞ্চয় করছে।"*"

ইবনে কাসীর রহ, বলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর রাসূলের ওপর কুরআন নাযিল করার মাধ্যমে বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করে বলছেন-

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ!}

এখানে আল্লাহ তা'য়ালা মূলত বান্দাকে অশ্লীল কাজ থেকে ফিরে আসতে ধমকি দিচ্ছেন। (وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ) এতে রয়েছে অন্তরের সন্দেহ সংশয় দূরকারী, নাপাকি- নোংরামি থেকে অন্তরকে মুক্তকারী চিকিৎসা। (وَهُدًى وَرَحْمَةٌ) কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াত ও রহমত অর্জিত হবে। আর কুরআনের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপনকারী মুমিন এবং এতে বিদ্যমান বাণীর প্রতি মনেপ্রাণে বিশ্বাসকারীদের জন্যই এ হিদায়াত ও রহমত নির্দিষ্ট। যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

"আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি, যা রোগের সুচিকিৎসা

২১. সূরা ইউনুস। ৫৭-৫৮

শরয়ী জ্ঞানার্জন

পরকালের প্রস্তুতিস্বরূপ একটি উত্তম পরিকল্পনা হলো, শরয়ী ইলম হাসিল করা। প্রত্যেক মুসলমানই দীনি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে দৈনিক একটা সময় নির্ধারণ করবে। শরয়ী হুকুম-আহকাম, জায়েয-নাজায়েযের মাসয়ালা, তাওহীদ ও শিরকের মধ্যকার পার্থক্য, আনুগত্য ও অবাধ্যতা, সুন্নাত ও বেদআতের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে অবগত হবে। ফলে জানা যাবে আমলের ফযীলত ও উত্তম আখলাক সম্পর্কে। এভাবে এক সময় সে জান্নাতের পথ চিনতে পারবে। পূর্ণ মনোযোগের সহিত আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করতে পারবে। আখিরাতের চূড়ান্ত সফলতা লাভের পথে প্রতিবন্ধক হয়, এমন সকল নিষিদ্ধ কাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন-

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أولو الألباب

"যে ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন প্রহরে সিজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে ইবাদত করে, পরকালের আশঙ্কা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না? বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান। "

পাপকাজ পরিহার

পাপ পরিহারের মাধ্যমে মুমিন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব ধরনের পাপ নিষিদ্ধ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, ‘বলুন! আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ।’ (সুরা আরাফ : আয়াত ৩৩)

তওবা করতে থাকা

মুমিন অতীত ভুলত্রুটি ও পাপের জন্য তওবা করার মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। পবিত্র কুরআনে মৃত্যুর আগে তওবা না করাকে ‘জুলুম’ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, ‘যারা তওবা করে না, তারা অবিচারকারী।’ (সুরা হুজরাত : আয়াত ১১)
হজরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি একই মজলিশে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসতেগফার একশত বার গণনা করতাম। তিনি বলতেন-
উচ্চারণ: ‘রাব্বিগফিরলি, ওয়া তুব আলাইয়্যা, ইন্নাকা আংতাত তাওয়াবুল গাফুর।’

অর্থ: 'হে পরওয়াদেগার! তুমি আমাকে মাফ কর এবং আমার তাওবা কবুল কর। কেননা তুমি হলে তাওবা কবুলকারী এবং ক্ষমাকারী। (মুসনাদে আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও মিশকাত)

বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করা

হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো- হে আল্লাহর রাসুল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সবচেয়ে বুদ্ধিমান লোক কে ? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যস্ত থাকে। (ইবনে মাজাহ)

অসিয়ত লিখে রাখা

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'যে মুসলিমের অসিয়তযোগ্য কিছু সম্পদ আছে তার উচিত নয় সে দুই রাত কাটাবে অথচ তার কাছে তার অসিয়ত লিখিত থাকবে না।'

মৃত্যুর আগে নিজের সম্পদের সুষম বণ্টনের অসিয়ত লিখে রেখে যাওয়া জরুরি। যাতে তার মৃত্যুর পর ওয়ারিশ ও পাড়া-প্রতিবেশিরা তার রেখে যাওয়া সম্পদ তারই লিখে রেখে যাওয়া অসিয়ত অনুযায়ী বণ্টন করতে পারে।

ঈমানের ওপর অটল থাকার দোয়া করা

ঈমানের উপর অটল থাকতে নির্জনে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করা। যাতে দুনিয়ার জীবনের সার্বিক কল্যাণ ও পরকালের অন্তিম মুহূর্তে ঈমান ও প্রশান্তির মৃত্যু নসিব হয়। তাই চোখের পানি ফেলে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করা।

উত্তম মৃত্যুর জন্য দোয়া করা

রাসুলুল্লাহ (সা.) চাপা পড়ে, গর্তে পড়ে, পানিতে ডুবে, আগুনে পুড়ে ও বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে মারা যাওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করতেন এবং সবসময় 'খাতেমা বিল খাইর' অর্থাৎ জীবনের সুন্দর পরিসমাপ্তির দোয়া করতেন (আবু দাউদ : হাদিস ১৫৫২)। আল্লাহ সবাইকে মৃত্যুর পূর্বে প্রস্তুতি গ্রহণের তওফিক দান করুন, আমিন।

এই কাজগুলো বেশি করা

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘মুমিনের মৃত্যুর পরও তার যেসব নেক আমল ও নেক কাজের সওয়াব তার কাছে সবসময় পৌঁছতে থাকবে, তাহলো-

১. ইলম বা জ্ঞান: যা সে শিখেছে এবং প্রচার করেছে;

২. নেক সন্তান: যাকে সে দুনিয়ায় রেখে গেছে;

৩. কোরআন: যা সে উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে গেছে;

৪. মাসজিদ: যা সে নির্মাণ করে গেছে;

৫. মুসাফিরখানা: যা সে পথিক মুসাফিরদের জন্য নির্মাণ করে গেছে;

৬. কূপ বা ঝর্ণা: যা সে খনন করে গেছে মানুষের পানি ব্যবহার করার জন্য এবং

৭. দান-খয়রাত: যা সুস্থ ও জীবিতাবস্থায় তার ধন- সম্পদ থেকে দান করে গেছে।

মৃত্যুর পরও এসব নেক কাজের সাওয়াব তার কাছে পৌঁছতে থাকবে।’ (ইবনু মাজাহ, ইবনু খুজায়মা, মিশকাত)

এ ছাড়াও জীবিত অবস্থায় মৃতব্যক্তিদের জন্য দান-সাদকা করা, হজ করা, ওমরা করা, রোজা রাখা ও কোরবানি করা আবশ্যক ইবাদত-বন্দেগি। তাই সব সময় মৃত্যুর কথা স্মরণ করা। এমনকি কোনো ব্যক্তি যদি বুঝতে পারে যে, তার মৃত্যু আসন্ন তবে তাদের উচিত আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত করা। পরকালের অন্তকালের কথা স্মরণ করে নিজেকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করার প্রস্তুতি নেওয়া